দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 2 APR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

সার্ক সম্মেলন সমঝোতা সহযোগিতার দুয়ার খুলে দিতে পারে

আসন্ন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি আবার জোরদার হয়ে উঠেছে। আগামী মঙ্গলবার থেকে সদস্য দেশগুলোর কর্মকর্তারা ঢাকা আসতে শুরু করবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সাত এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং নয় এপ্রিল রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের ঢাকা পৌঁছার কথা। ছয়টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের জন্যে শেরাটন হোটেলের ছটি তলা সংরক্ষিত এবং সুসজ্জিত রাখা হয়েছে। অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া আর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সাংবাদিকদের খবরাখবর দেয়া নেয়ার ইন্তেজাম সব কিছুরই শেষ মুহূর্তের তদারকিও সম্পন্ন প্রায়। সরাসরিই তাই বলা চলে আয়োজনের কোথাও আর ফাঁক নেই। এখন কেবল বহু প্রত্যাশিত শীর্ষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হওয়ারই অপেক্ষা।

এই অপেক্ষা আমাদের প্রত্যাশার চাইতে বেশিই করতে হয়েছে। দুই দুইবার সব আয়োজন সম্পন্ন করেও শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা করতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের অনেকের মনেই তাই প্রশ্ন জেগেছে। সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আদৌ কোনো সার্থকতা আছে কিনা, এমন প্রশ্নও অনেকেই তুলছেন। সংশয়ের সমর্থনে তারা এমন কথাও উল্লেখ করেন যে, সার্ক সম্মেলন গঠনের পর বিশ্বের এ অঞ্চলের অবস্থায় কোনই পরিবর্তন আসেনি, অন্তত মূল সমস্যাগুলো আগে যা ছিল তাই আছে। পরিবর্তন যদি ঘটে থাকে তবে তার গতি সর্বত্রই প্রত্যাশার বিপরীতে। সোজা কথায় অবনতির অধিক কিছু এখনো ঘটেনি। এ অবস্থায় সার্ককে আঁকড়ে থাকার সার্থকতা তারা মানতে চান না।

সার্ক সূচনায় যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল তা পূরণ করতে পারেনি, এমন অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। সদস্যদেশগুলোর অনেকের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি সংক্রান্ত বাস্তবতাও উড়িয়ে দেয়ার নয়। একইভাবে অনস্বীকার্য দক্ষিণ এশিয়ার এই সাতটি দেশের মূল সমস্যাগুলোর অব্যাহত থাকা। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, পরিস্থিতির এই হতাশ দিকগুলোই সার্ক উদ্যোগকে জোরদার করার প্রধান প্রেরণা। সমস্যা আছে বলেই তার সমাধান নিয়ে ভাবা আর কাজ করার তাগিদ এমন প্রবল। আর এযুগে সংকট উত্তরণের পথ হিসেবে সহযোগিতা আর সমঝোতার ভূমিকা অস্বীকার করার মূঢ়তা প্রশ্রয় পেতে পারে না। আমরা তাই আশা নিয়ে সার্ক শীর্ষ বৈঠকের দিকে তাকিয়ে আছি।

পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা না ঘুচিয়ে আঞ্চলিক সমস্যাবলীর সমাধান আশা করা যায় না। পারস্পরিক বা কোন দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সার্ক-এর আওতায় পড়ে না। আমরা তবু এই সম্পর্কোন্নয়নের জন্যেও সার্ককে খুবই জরুরি মনে করি। খোলামেলার মেলামেশার দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিষ্পত্তির পরিবেশে তৈরি করতে পারে। এর কিছু নমুনা আমরা সার্ক-এর ইসলামাবাদ সম্মেলনে দেখতে পেয়েছি। যে পরিস্থিতি দু দুবার সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি, তার থেকে বেরিয়ে আসার পথও শীর্ষ সম্মেলনের আবহ থেকে জন্ম নিতে পারে।

এসব সম্ভাবনার চেয়ে বড় কথা, দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য মোচনের যে সংকল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাতটি দেশ বা সরকার কাজ করে চলেছে একক উদ্যোগে তার সাফল্য সুদূর পরাহত। আর এই একটি লক্ষ্য বাস্তবায়িত না হওয়ার সরল অর্থ হচ্ছে ভিন্নতর সকল সমস্যা আর জটিলতার জ্যামিতিক বৃদ্ধি। সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেই কেবল আমরা দারিদ্র্য মোচনের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর কথা ভাবতে পারি। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের জন্যে ব্যয় তাই কোনভাবেই অপচয় নয়, যথার্থ বিনিয়োগ।

এই দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার 'ডাল-ভাত' কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করা যায়। সার্ক-এর বিগত কলম্বো সম্মেলনে উত্থাপিত এ প্রস্তাব সকল সাফল্যের প্রশংসা অর্জন করে। বেঁচে থাকার প্রথম চাহিদা না মিটিয়ে উন্নয়নের আশা শূন্যের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করার মত হাস্যকর। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর এক তৃতীয়াংশের অধিক মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন। যাদের পক্ষে দু-বেলার ক্ষুধা মেটানোও কষ্টকর। এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং বাড়তেই থাকবে। কেননা বিশ্বের এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে তিন শতাংশের মত। এটুকু আয় দিয়ে বিরাজমান মুখের আহার জোগানোও অকল্পনীয়। অন্যদিকে মুখের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলেছে। সব মিলে তাই জন্ম নিয়েছে এক বিষচক্র। দারিদ্র্যই দারিদ্র্য বিস্তারের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাদামাটা আহারের জোগান দেয়া সম্ভব হলে বিষচক্র অপনোদনের পথ তৈরি হতে পারে একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কাজটি সম্পন্ন হবে কোন পথে? একক চেষ্টায় এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হওয়ার নয়। প্রয়োজন তাই সহযোগিতার। এই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আসতে পারে সার্ক থেকে। আঞ্চলিক সহযোগিতার কার্যকারিতা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এরই মাঝে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের সামনেও এর কোনো বিকল্প নেই।

কলম্বো সম্মেলনে এ লক্ষ্য অর্জনের পন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশন তাদের রিপোর্ট তৈরি করেছে—এতে এই সাতটি দেশের জন্যে একটি করে দশ শালা পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হবে এই দশ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার তিন থেকে নয় শতাংশে উন্নীত করা; জাতীয় আয়ের সাতাশ শতাংশ উন্নয়নের খাতে বিনিয়োগ করা।

বাংলাদেশ এরই মাঝে সবার জন্যে 'ডাল-ভাত' কর্মসূচী বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে। চলতি শতকের বাকি বছরগুলোর মধ্যে সবার জন্যে স্বাস্থ্য এবং ন্যূনতম মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। আশাপ্রদ এ কর্মসূচীর সাফল্য নিশ্চিত হতে পারে আঞ্চলিক সহযোগিতা স্থাপিত হলে। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যদি এ সংক্রান্ত রাজনৈতিক অঙ্গীকার গৃহীত হয়, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ তখনই কেবল আসতে পারে।

খোলা বাজার অর্থনীতির এ যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলো পণ্য বাজারজাত করা নিয়েও জটিল সমস্যার মুখোমুখি। প্রতিযোগিতার মুখে প্রাথমিক তথা কৃষি উৎপাদনের দাম ক্রমেই কমছে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশের পথ না পেয়ে শিল্পজাত উৎপাদনের পথেও বড় উদ্যোগ নিতে অক্ষম। আঞ্চলিক সহযোগিতা এ অন্তরায় কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম। একে অন্যের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের এ অঞ্চল অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে। তবে এর জন্যে প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা আর সদিচ্ছা। সম্পর্কের জটিলতা কাটিয়ে এই আস্থা আর সদিচ্ছার উদ্বোধন পারস্পরিক মেলামেশা আর ঘনিষ্ঠ মত বিনিময়ের মাধ্যমেই সম্ভব। সার্ক এলক্ষ্য পূরণের প্রকৃষ্ট মঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা ধরে। এখানেই সকল দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাঝেও সার্ক-এর গুরুত্ব।

এই সব সম্ভাবনা সামনে রেখেই একদিন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সার্ক-গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যে স্বপ্ন প্রাচ্যের এই প্রাচীন নগরীতেই একদিন বাস্তবায়িত হয়েছিল। এখন প্রয়োজন কেবল সকল প্রতিবন্ধকতা হটিয়ে একে বিকশিত করে তোলা। এ দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। আর এজন্যেই সমস্যা দেখে পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসে না। বরং সমস্যা আছে বলেই এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ়তর সংকল্প নিয়ে।

সুপ্রাচীন ঢাকা নগরী দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের নেতৃত্ব তথা রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের স্বাগত জানানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা আশা করবো সকলেই খোলা মনে এগিয়ে আসবেন। কেননা তাদের অকপট আন্তরিকতার উপর নির্ভর করছে দুর্ভাগ্য কবলিত এই সাতটি জাতির ভবিষ্যৎ। আমাদের আশাবাদ ব্যর্থ হবে না বলেই আমরা আশা করি।

—সালেহ চৌধুরী